22/11/2001

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষা উপবৃত্তি ঃ প্রকল্প দলিলের শর্ত মানা হয়নি

এফএসএসএপির ৩৫৪ জনকর্মকর্তা-কর্মচারীর চাকরি নেই

বিশ্ব ব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সহায়তায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরাধীন ফিমেল সেকেন্ডারী এডুকেশন এ্যাসিসট্যান্স প্রজেক্টের এফএসএসএপি কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৯৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। উদ্দেশ্য ছিল নারী শিক্ষার প্রসার, মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা থেকে বাদ পড়া মেয়েদের ব্যাপকভাবে শিক্ষায় উৎসাহিত করা, ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে ১০ শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের মধ্যে বৃত্তি প্রদান ইত্যাদি। দেশের ৬৮টি থানায় এই প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৭টি পদ সৃষ্টি করে থানা অফিস খোলা হয়। পদগুলো হচ্ছে, একজন থানা প্রজেক্ট ম্যানেজার, একজন সহকারী প্রকল্প কর্মকর্তা, একজন হিসাব রক্ষক, একজন টাইপিস্ট, একজন পিয়ন, একজন গার্ড ও একজন সুইপার। সম্পাদিত প্রকল্প দলিলে লেখা ছিল প্রকল্পের মেয়াদ শেষে এসব জনবলকে মন্ত্রণালয় থাত থেকে রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করা হবে। প্রকল্পের মেয়াদ গত ৩০ জুন ২০০১ শেষ হয়েছে। কিন্তু এসব জনবলের মধ্যে ৪ জনকে রাজস্ব খাতে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বাকী ৩ জনকে বাদ দেয়া হয়েছে। এরা হচ্ছেন সহকারী প্রকল্প কর্মকর্তা, নাইটগার্ড ও সুইপার। তারা দীর্ঘ ৯ বছর সুনাম ও দক্ষতার সাথে কাজ করে নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি তথা শিক্ষার উন্নয়ন ঘটিয়েছেন। চাকরির আশায় চাকরির বয়স শেষ করেছেন। নতুন করে সরকারী চাকরি পাওয়ার বয়স আর তাদের নেই। এই চাকরির ওপর ভরসা করে অনেকে সন্তানের জনক হয়েছেন, সংসারের বড় বড় দায়িত্ব মাথায় নিয়েছেন। বেড়েছে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বোধ। চাকরি হারানো কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পায়ের নীচে মাটি নেই, দেয়ালে ঠেকেছে পিঠ। ১১৮টি থানার ৮২৬ জনের মধ্যে ৩৫৪ জনের ভাগ্য এখন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। কারণ নতুন করে চিন্তা-ভাবনা করার মত বয়সও তাদের আজ আর নেই। এদিকে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগের ১৭-৯-২০০১ ইং তারিখের স্মারক নং সম/সংব্য/টিম-৩(২) শিম-৬/ ২০০১-২৩২-এর পত্র বলে ৪টি পদ অর্থাৎ থানা প্রজেক্ট ম্যানেজার, হিসাবরক্ষক, টাইপিস্ট ও পিয়নকে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের উদ্যোগ নিয়েছে। ফলে একই যাত্রায় দু'ধরনের পদক্ষেপ নেয়ায় ৩৫৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী চাকরি হারিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। অভিযোগ উঠেছে এই প্রকল্পের আংশিক জনবল রাজস্বখাতে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির আশ্রয় নেয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে সম্পাদিত প্রকল্প দলিলে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর পরই এসব জনবলকে রাজস্বখাতে স্থানান্তর করা হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে দেখানো হয়ে ব্যাপক স্বজনপ্রীতি।

গত ২২ আগস্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নং শ ৬/এফএসএসএপি-১০/৯৮/৫৫৯ স্মারক নম্বরের এক চিঠিতে ফিমেল সেকেন্ডারী স্কুল এ্যাসিসট্যান্স প্রজেক্টের জনবলকে কর্মে বাহাল থেকে তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেয়া হয়।

অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো থেকে জানা যায়, মুন্সিবনগরসহ কয়েকটি নতুন থানা গঠন ও তাদের কার্যক্রম শুরু হয়। থানাগুলো অন্যান্য থানার চেয়ে জনসংখ্যা ও আয়তনের দিক থেকে অনেক ক্ষুদ্র। এসব থানাগুলোতে 'ফিমেল সেকেন্ডারী স্কুল এ্যাসিস্ট্যান্স প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নবগঠিত থানাগুলোতে ১ জন থানা প্রজেক্ট ম্যানেজার ও ৩ জন কর্মচারী নিয়োগের জন্য অনুমোদন করে পরবর্তীতে এই মডেল অনুসরণ করে বৃহৎ থানাগুলোর জন্য ৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে রাজস্বখাতে স্থানান্তরের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ফলে এসব থানার একজন কর্মকর্তা ও ৩ জন করে কর্মচারী চাকরি থেকে বাদ পড়ে যাচ্ছেন। উল্লেখ্য ১৯৯৩ সালে বিএনপি সরকার নারী শিক্ষার বিস্তারে এবং নারীর কল্যাণে এই প্রকল্প চালু করে। বর্তমানেও বিএনপি সরকার ক্ষমতায় রয়েছে। তাই ক্ষতিগ্রস্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দাবী প্রকল্পের জন্মদাতা প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এই সমস্যাটি সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করবেন।

শিক্ষাঙ্গন রিপোর্ট